দৈনিক বাংলা

তারিখ 2/2/85
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

10

~~113~~

তৃতীয় পরিকল্পনা

ঢাকা ভার্সিটির আবাসিক সমস্যা গুরুত্ব পাবে

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) রূপরেখা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রায় ১০৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

উক্ত রূপরেখায় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে তিনটি হল, শিক্ষা ভবন, শিক্ষক-অফিসার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসগৃহ নির্মাণের প্রস্তাব করা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

হয়েছে। এছাড়া এ পরিকল্পনায় পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত ও নবরূপায়ন, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, বই-সাময়িকী সংগ্রহ, বিদেশ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং টেক্সট-বই বাংলাভাষায় প্রকাশ প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী হলে থাকার সুযোগ পান। গরিষ্ঠ-সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুযোগ না পাওয়ায় তাদেরকে শিক্ষাজীবনে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ছাত্রদের হল-গুলোতে সীটের স্থল নিয়ে মধ্যে-মধ্যে সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের তীব্র আবাসিক সমস্যার দিক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনটি হল নির্মাণ এবং কয়েকটি ছাত্রাবাস সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ১২০০ ছাত্রীর জন্যে ১টি হল নির্মাণ। এ হল ২টির জন্যে ৬ কোটি টাকার চাহিদা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬ হাজার ছাত্রীর মধ্যে ২টি ছাত্রী-বাসে মাত্র দেড় হাজার ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লিখিত পরিকল্পনায় ৬০০ ছাত্রের জন্যে একটি নতুন হল নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এছাড়া জহুরুল হক হলের এক অংশের ওপর আরেকতলা নির্মাণ, ফজলুল হক হলের সম্প্রসারণ ও এ. এফ রহমান হলে ভবন নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। এতে মোট ৭৯০ জন ছাত্রের আবাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অফিসারদের শতকরা ৪০ ভাগের বর্তমানে বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা বৃদ্ধি করে ৫২ ভাগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের শতকরা ২০ ভাগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা এতে বলা হয়েছে। বর্তমানে মাত্র শতকরা ১২ ভাগের আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের বর্তমানে মাত্র শতকরা ১৪ ভাগের বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পনায় তা বাড়িয়ে ২০ ভাগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের জন্যে একটি পৃথক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর জন্যে প্রায় পৌনে ৫ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাণিজ্য অনুষদ বর্তমানে কলাভবনে অবস্থিত। এ অনুষদে স্বাধীনতার পর নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অপর দিকে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পায়। কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য অনুষদের জন্যে একটি পৃথক ভবনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছেন।

বিগত বছরগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্লাসরুমের স্বল্পতা এবং ক্লাসে স্থানাভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যার কথা বিবেচনা করে কলাভবনের ওপর আরও একতলা নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অপর উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছেঃ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের জন্যে ২০ কোটি টাকা, বিজ্ঞান ভবন বাবদ ৮ কোটি টাকা এবং বই-সাময়িকীর জন্যে ৫ কোটি টাকা।

সম্পূরক প্রকল্প

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্যে প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুত ৮ কোটি এক লাখ ৫০ হাজার টাকার এবং ৭টি বাস সংগ্রহের জন্যে ৫১ লাখ ১০ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি সম্পূরক প্রকল্প সরকার অনুমোদন করেছেন। হলের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে ৪টি বাস ও ২টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি বাসের জন্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

জগন্নাথ হলের সম্প্রসারণ প্রকল্প

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে প্রেসিডেন্ট জগন্নাথ হলের সম্প্রসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এ হলে আরও ৪০০ ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থার জন্যে একটি প্রকল্প সরকারের নিকট পেশ করেছেন। বর্তমানে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন।